হেমলকের ঘ্রাণ

মোস্তাফিজ ফরায়েজী

পয়স্তি প্রকাশন

গ | ল্প | ক্র | ম

হেমলকের ঘ্রাণ ৭
প্যারিস ১৬
কফির মগ ৩৩
সাপমোচন ৪৭
প্যারালাল ইউনিভার্স ৬১
ভয়সূত্র ৭৬
ছয়ঘরিয়া ৯১
মৃত্যুর অধিকার ১০২

হেমলকের ঘ্রাণ

ভবিষ্যৎবাণী শুনে জনতা তাকে বলে— আচ্ছা, রাজা কী কখনো পালায়! নাকি তাকে তাড়ানো সম্ভব!

সাধক পকেট থেকে একটা উট বের করে তাদের সামনে ছেড়ে দেয়। উট মরুভূমির বালিময় পথ ধরে চলতে থাকে। সাধক তাদের উদ্দেশ্যে বলে— অসম্ভব কী! জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। বিশাল শকুনের ডানায় চড়ে তোমাদের শাসক পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে শকুনরাজ্যে।

মরু অধিবাসী সাধক। তার কথা মিথ্যে হতে পারে না। এমন কামেল সাধক তারা জীবনে কোনোদিন দেখে নাই— যে কিনা পকেট থেকে উট বের করতে সক্ষম।

উন্নত এক নগররাষ্ট্রের বুকে বেড়ে উঠা সাধকের জীবন কণ্টকাকীর্ণ। নগররাষ্ট্র হতে নিগৃহীত হয়ে তিনি বহু বছর ধরে নিঃসঙ্গভাবে বসবাস করছেন মরুরাজ্যে। নগররাষ্ট্রের উন্নত চিন্তায় বেড়ে ওঠা এই তাপসের কথায় আস্থা রাখতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমস্যা না হলেও কতিপয় জনতা আশ্বস্ত হতে পারে না। কারণ, মানুষ সংশয়প্রবণ জীব। তারা তাকে প্রশ্ন করে— সাধকজি, কীসে আমাদের মুক্তি মিলবে?

সাধক তাদের বলে— এক যুবক কিংবা যুবতীর আবির্ভাব ঘটবে। তার দেখানো পথ অনুসরণ করলেই মুক্তি! নয়তো শৃঙ্খলের বেড়াজালে আরও পাঁচটি বছর!

কৌতূহলী এক যুবা সামনে এগিয়ে আসে— সেই মুক্তিদাতা কি মাটির গর্ভ

ফুঁড়ে উঠবে, নাকি দেবদূতের মতো আকাশ থেকে নামবে?

প্রকৃতপক্ষে যুবক কিংবা যুবতীর আগমনের ব্যাপারে সাধক নিশ্চিত হলেও কোন পথে আসবে তা জানাতে সে উৎসাহী হয় না।

দু'হাত কচলাতে-কচলাতে সাধক বলে— জানি না বৎস! শুধু এটুকু জানি, সে আসবেই। তার চোখে থাকবে আগুনের ফিনকি, হাতে থাকবে মাটির গন্ধ।

তবে জনতা তার উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারে না। অবশ্য এর যৌক্তিক কারণও রয়েছে। যুবক কিংবা যুবতীর আগমন যদি নৌকাতে হয় তাহলে তাদের ঘোর আপত্তি!

মুখে মুখে সংশয় ছড়ায়— নৌকায় করে এলে তো বিপদ! রাজা তো নৌকাতেই এসেছিল স্বর্ণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তারপর তো ডুবিয়েছে আমাদের স্বপ্ন!

এক বৃদ্ধা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে ওঠে— আমার ছেলেকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে ওই নৌকায় চড়ে আসা শয়তানের দল! নৌকার পালে লাগা বাতাসে বিষ মিশে আছে!

সাধক বুক চাপড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে— ভয় নেই! সে আসবে এমন পথে যার ধারে জন্মাবে অশ্বত্থের চারা। স্বর্গের আলো মেখে আসা সেই পথে রাজার সৈন্যরা পা রাখতেই পারবে না!

আগন্তুককে ঘিরে জনতার আগ্রহ অসীম। জনতা উৎসাহের সাথে বলে— সাধকজি, তার চুল কি নীল হবে, নাকি মেঘের মতো কালো? নামের মধ্যে কি থাকবে 'মুক্তি' শব্দের ছাপ!

প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে সাধক ইচ্ছাবশত কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নেয়।

জনতার মধ্যে দ্বিধা জাগ্রত হয়— সাধক কি তাহলে তাদের কাছ থেকে